বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি

কেন্দ্রীয় কমিটি

৩১/এফ, তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৫৬৭৯৭৫, ফ্যাক্স : ৯৫৫৮৫৪৫

www.wpbd71.org ই-মেইল : wpartymail@gmail.com

১৪ জুন ২০২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আজ দুপুর ১২.৩০মিনিটে জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাজেটের ওপর বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি সভাপতি, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সভাপতি ও ঢাকা -০৮ আসনের মাননীয় সংসদ জননেতা রাশেদ খান মেনন। বক্তব্যের পুরো অংশটি নিম্নে দেয়া হলো।

মাননীয় স্পীকার,

আপনাকে ধন্যবাদ। এই করোনাকালে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে অর্থমন্ত্রী যে পরিশ্রম করেছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশ তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। তার জন্য তাকে অভিনন্দন। এর কারণে সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে তাও তার নেতৃত্বে সফলভাবে মোকাবিলা করা যাবে বলে আশা করি। অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সম্পর্কে পশ্চিম থেকে পূর্বের দেশসমূহের প্রশংসাবলী উদ্ধৃত করেছেন। আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। কিন্তু কোভিড-১৯ আমাদের অর্থনীতির, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গিগত ও কাঠামোগত যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার,

কোভিড ১৯-এর অভিজ্ঞতা বিশ্বে নতুন। কিন্তু এতে বিমূঢ় না হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জীবন ও জীবিকা রক্ষায় প্রথমেই যে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছে। কিন্তু দেশে অতিধনী সামরিক-বেসামরিক আমলাগোষ্ঠী ও দুর্নীতিবাজদের পাকচক্রে প্রধানমন্ত্রী সেই প্রয়াস অনেকখানিই নিস্ফল হয়েছে।

মানুষের জীবন রক্ষায় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা স্বাস্থ্যখাতের অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, আমলাতান্ত্রিক খবরদারিত্বে বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি। ২৬ মার্চ থেকে দেয়া দেশব্যাপী 'লকডাউন'কে অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে মুখ্য সচিব সাধারণ ছুটি বলে ঘোষণা দেয়ায় কি হয়েছিল সেটা আমাদের জানা। আমাদের জানা যে ঐ ঘোষণার অস্পষ্টতার কারণে কিভাবে গার্মেন্টস শ্রমিকদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। করোনা রোধে স্বাস্থ্যখাতে গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষজ্ঞ নয়, আমলাতান্ত্রিক নির্দেশে পরিচালিত হওয়ায় কি ধরণের সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল তাও আমরা দেখেছি। চোখের সামনে দেখেছি মাস্ক, পিপিই, করোনাটেস্ট নিয়ে জাল-জালিয়াতি। একজন শাহেদ, একজন সাবরিনা গ্রেপ্তার হয়েছে, কিন্তু যারা সচিত্র চুক্তি স্বাক্ষর করল, কাজ দিল তারা ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ঐ মাস্ক-পিপিই জালকারী প্রতিষ্ঠানই এখনও স্বাস্থ্য খাতের সর্ববৃহৎ সরবরাহকারী।

স্বাস্থ্যখাতের চৌর্য্যবৃত্তি আর দুর্নীতির কথা আর না বাড়িয়ে আমি এখন ভ্যাকসিন প্রসঙ্গে আসছি। বাংলাদেশ প্রথমেই টিকা সংগ্রহ করে সফলভাবে গণটিকা কার্যক্রম শুরু করেছিল। কিন্তু সরকারী ক্রয়নীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে সরকারী টাকায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান দিয়ে টিকা সরবরাহের পরিণতি আমরা এখন হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। ভারত টিকা রপ্তানী বন্ধ ঘোষণার আগেই মার্চ মাসে ৫০ লাখ ডেজের জায়গায় ২০ লাখ ডোজ এসেছিল। একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক স্বার্থে একক উৎসের উপর নির্ভরতা, ঐ স্বার্থবুদ্ধিতা থেকে চীনা ও রাশিয়ার টিকা, এমনকি

দেশের বায়োটেকের টিকা ট্রায়ল করতে দেয়া হয় নাই। ফলে এখন সমস্ত টিকা কার্যক্রম থমকে দাড়িয়েছে। আগামী মাস গুলোতে টিকা আসবেই এই নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারছেনা। পররাষ্ট্র মন্ত্রী সবার আশ্বাস সম্পর্কে সরাসরি হতাশাব্যক্ত করেছেন।

মাননীয় স্পীকার,
'হু' স্পষ্ট বলেছে সংক্রমণ রোধে ৭০% ভাগ মানুষকে টিকা দিতে হবে। এখন ১২ কোটি মানুষের জন্য টিকা ব্যবস্থা করতে না পারলে করোনা সংক্রমণ রোধ হবে না। বছর বছর জুড়ে উঠতি-পড়তি থাকবে। এই টিকা সরকারকেই সংগ্রহ করতে হবে। কোন মধ্যস্বত্বভোগী অথবা বানিজীকরণের জায়গা নাই। দেশে টিকা উৎপাদনের যে সক্ষমতা আছে তাকে কাজে লাগাতে হবে।

মাননীয় স্পীকার ,
অর্থমন্ত্রী জীবন-জীবিকার প্রধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর কথা বলেছেন। জীবনের দুরবস্থার কথা আগেই বলেছি, এখন জীবিকার প্রশ্নেও একই কথা। করোনাকালে আড়াইকোটি মানুষ যারা দরিদ্র হয়ে গেলেন বাজেট তাদের জন্য কিছু করলনা। এদের মধ্যে গরীব মানুষ, যেমন আছে, তেমনি আছে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্তরা। অর্থমন্ত্রী বলেছেন তার বাজেট ব্যবসা বান্ধব। প্রকৃতপক্ষে এটা ব্যবসায়ী বান্ধব। তাও ক্ষুদ্র বা মধ্য উদ্যোক্তা নয়, বড়দের জন্যই সব ব্যবস্থা। করোনার প্রথম পর্বে প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা প্রস্তাবে ৩৫% অর্থ বিতরণ হয়নি। যে গরীব মানুষের জন্য দুই দফায় ২৫০০ টাকা করে দেয়া হয়েছে তার এক তৃতীয়াংশ অব্যয়িত, তারা পায়নি।

মাননীয় স্পীকার, অর্থমন্ত্রী তার বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে 'অর্থনীতির ড্রাইভিংসিটে ব্যক্তিখাত'কে বসাবেন বলে বলেছেন। অথচ সংবিধানের ১৩ (ক) বিধিতে স্পষ্ট করেই রাষ্ট্রায়ত্ব থাতের প্রধান্যের কথা বলা হয়েছে। জিয়া-এরশাদ যা করতে পারে নাই অর্থমন্ত্রী সে কথাই জোরগলায় বললেন। পিপিপি-র ঘোমটা ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব পাটকলগুলোকে ব্যক্তিখাতে ছেড়ে দেয়া চূড়ান্ত হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। আসলে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে অর্থনীতি সংবিধানের উল্টো পথে চলছে। তাহলে বরং খোলামেলাই ঘোষণা দিন বঙ্গবন্ধু প্রবর্তিত এই সংবিধান অচল।
মাননীয় স্পীকার,
অর্থনীতির উদারীকরণ অর্থনীতিতে যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে সে নিয়ে প্রতিবারই বলি। অর্থমন্ত্রীরা গ্রাহ্য করেন না। এই করোনাকালে সে বৈষম্য কোথায় দাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোটিপতীর একাউন্ট যা এই করোনাকালেই ১০,০০০ বেড়েছে, আর কৃষকের একাউন্ট পাঁচলাখ কমেছে– সেটাই প্রমাণ।

মাননীয় স্পীকার, আমি এবার বাজেট বরাদ্দের কথায় আসব। করোনা কালে ভারতের বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ যেখানে ১৩৩% ভাগ বাড়ান হয়েছে, এই বাজেটে বাড়ান হয়েছে ১৩% ভাগ, জিডিপির ১% শতাংশের কিছু বেশী। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় যেখানে বেশী, সেখানে মাথাপিছু স্বাস্থ্যব্যয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানেরও পিছনে। বর্তমান বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের ৩৫% ব্যয় হয় নাই। গবেষণার ১০০ কোটি টাকা পুরোটাই রয়ে গেছে। স্বাস্থ্যক্রয়ে দুর্নীতির কথা বলে সংসদকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনা।
শিক্ষা খাতের ১৫.৭% বরাদ্দের ৪% ভাগই প্রযুক্তি খাতের। বিপর্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছুটিই বাড়ছে, লেখা পড়ার বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে না। এদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেখানে ৫ লাখ ছেলে মেয়ের লেখাপড়া করাচ্ছে তাদের উপর ১৫% কর চাপানো হয়েছে যা শেষ বিচারে শিক্ষার্থীদের উপর পরবে।
কৃষিমন্ত্রী কৃষি বরাদ্দ নিয়ে সন্তুষ্ট। ২০২০ এর কৃষিনীতিতে সব আছে কিন্তু বঙ্গবন্ধু যে ভূমি সংস্কারের কথা বলেছিলেন, এরশাদও ভূমিসংস্কারের যে উদ্যোগ নিয়েছিল সেই ভূমি সংস্কারের কোন উল্লেখ পর্যন্ত নাই। স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন অর্থনীতির উদারীকরণ নীতির পরিণামে ভূমি সংস্কার এজেন্ডা থেকেই বাদ বলে গেছে, যেটা না হলে প্রান্তিক চাষী, বর্গাচাষীদের অধিকার রক্ষা করা যাবে না। অধিকার রক্ষা হবেনা ভূমিহীন ও খেতমজুরদের। কৃষি

যান্ত্রিকীকরণ প্রয়োজন। কিন্তু যেভাবে প্রয়োগ হচ্ছে তাতে জোতদারের জায়গায় যন্ত্রদার কৃষকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে। খেতমজুরদের পেনশনের দাবী-যা ইউনিভার্সাল পেনশন স্কীমের অন্তর্ভুক্ত করা যেত সে সম্পর্কে কোন আলোচনাই বাজেটে নাই।

মাননীয় স্পীকার,

সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বর্ধিত বরাদ্দের একটা বড় অংশ সরকারী কর্মচারীদের পেনশন। আমি মন্ত্রী থাকতে এ ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ মন্ত্রণালয় তাদের কাঠামো বদলাতে রাজি নয়। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঐ ভাতা জিটুপি পদ্ধতিতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য অভিনন্দন। বরাদ্দ আরও বাড়াতে হবে।

মাননীয় স্পীকার,

কৃষক ফসল ফলিয়ে করেনার দু'বছরে বাম্পার ফলন দিল। কিন্তু চালের দাম গরীব-মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। খাদ্য সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা পুরণ করতে পারেনি। কৃষকের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয়ের জন্য ২৪০ টি উপজেলায় প্যাডি সাইলো নির্মাণের কথা এই সরকারের প্রথম বাজেটে বলা হয়েছিল। এবার তার উল্লেখ পর্যন্ত নাই।

মাননীয় স্পীকার,

বাজেটে আদিবাসী দলিত, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী উপেক্ষিত তাদের কথা নাই।

মাননীয় স্পীকার,

আমি এবার রাজনীতি প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলতে চাই। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে আমরা হেফাজতের তান্ডব দেখেছি দেখেছি কিভাবে তারা কওমী মাদ্রাসার ছাত্রদের ব্যবহার করে একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছিল। তারা যে বিএনপি-র সমার্থন পেয়েছিল এটা এখন দলের মহাসচিবের কথায় স্পষ্ট। তিনি বলেছেন, ওটা হেফাজতের তান্ডব ছিল না, সরকারের তান্ডব ছিল। সরকার এ ধরণের ঘটনা ঘটিয়ে আলেম- ওলামাদের গ্রেপ্তার করছে।

মাননীয় স্পীকার,

বাংলাদেশের ভিত্তি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সংবিধানের ধর্ম নিরপেক্ষতা পূর্ণবহাল হলেও দেশের দেদারসে সাম্প্রদায়িক প্রচার চলছে, সাম্প্রদায়িক সহিংস ঘটনা ঘটছে। সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষায় নির্বাচনী প্রতিশ্রুত সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন ও মাইনরটি কমিশন গঠন করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে আমি কওমী মাদ্রাসাকে শিক্ষার মূল ধারায় নিয়ে আসার প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলাম, আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, আমরা 'বিষবৃক্ষ' লালন করছি কিনা। তার প্রতিক্রিয়ায় হেফাজত মিছিল করে আমার ফাঁসী চেয়েছে। এই সংসদে জাতীয় পার্টির এমপি আমি 'ধান ভানতে শিবের গীত' গেয়েছি বলে উপহাস করেছিল। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হেফাজতের সমার্থনে তাদের ভারতের দেওবন্দের অনুসারী বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবতা বলে বাবুনগরী পাকিস্তানী মাদ্রাসার ছাত্র। ইজাহার হুজির সদস্য 'আফগান যুদ্ধ ফেরত তালেবান' ব্রহ্মণবাড়িয়ার তান্ডবের নায়ক সাজাদ্দুর রহমান, মোবারক মোল্লা সবাই তালেবান অনুসারী, বাংলাদেশে তালেবানী অভ্যুত্থান ঘটাতে চায়। তারা এখন কমিটি পরিবর্তন করে ধোকা দিচ্ছে। শফিপন্থীরা বলেছে এটা 'নতুন বোতলে পুরান তেল' সম্মান করে মদ বলে নাই। পত্রিকায় প্রকাশ সরকার এই পরিবর্তন সমর্থন করেছে। এই সংসদে দাড়িয়ে হুশিয়ারি উচ্চরণ করতে চাই এই অবস্থা চলতে থাকলে আমরা আরেকটা তালেবানী অভ্যুত্থান দেখব- যাতে বিএনপিসহ মান্না-নুরুরা সবাই শামিল হবে।

মাননীয় স্পীকার, দেশে কোন কার্যকর বিরোধী দল নাই। সরকার বলছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তির সরকার ও বিরোধী দলে থাকবে। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্পেস না দিলে সেটা সম্ভব কিভাবে। সামনে ইউপি নির্বাচন সেখান থেকেই পুনর্বার নিরপেক্ষ নির্বাচন শুরু হোক।

মাননীয় স্পীকার,
আমি পররাষ্ট্র বিষয়ে দুটি কথা বলতে চাই, 'কোয়াড' নিয়ে সাম্প্রতিক বিতর্ক সম্পর্কে আমি বলতে চাই মার্কিন অথবা অন্য কারও নেতৃত্বাধীন জোট যোগদান আমাদের সংবিধান সমর্থন করে না। যেটা হবে সংবিধান বিরোধী পদক্ষেপ। আর যুক্তরাষ্ট্র যার বন্ধু, তার শত্রুর প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় বিষয়টি বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে ইসরাইল ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া। এটা প্যালেস্টইন সম্পর্কে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু আমল থেকে অনুসৃত নীতির বিপরীত। ভুল বার্তা দেয়। পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কিভাবে সিদ্ধান্ত নেয় সেই ব্যাখা তাদের দিতে হবে। ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে প্যালেস্টাইনের স্বাধীন অস্তিত্বের পক্ষে অবস্থান পুনরুক্তি করছি।
মাননীয় স্পীকার,
একটি বিষয় সকালে পত্রিকার সকালে পত্রিকায় পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সংসদীয় কমিটি মুক্তিযোদ্ধাদের গার্ড অব অনার দেয়ায় নারী কর্মকর্তাদের না রাখতে বলেছেন। এটা নাকি ধর্মবিরোধী কাজ। জানাজায় মাহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে না বেল ফতোয়াও দিয়েছে। প্রথমত: গার্ড অব অনার, আর জানাজা এক নয়। একটি ধর্মীয় বিধি, আরেকটি সরকারী রীতি এ ধরণের সুপারিশ কেবল দুঃখজনকই নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী।

মাননীয় স্পীকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। বাধা অতি ধনী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী, সামরিক-বেসামরিক আমলা গোষ্ঠীর নেক্সাস বা অশুভ চক্র। তাকে ভেদ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব এগিয়ে যাবে এই শুভ কামনা।
বাংলাদেশে চিরজীবি হোক।

বার্তা প্রেরক

(কামরুল আহসান)